بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগে মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২২ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনায় বলেন,

আজ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালে ইরানীদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করা হবে। এই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত একটি যুদ্ধের নাম হলো, যাতুস্ সালাসিল বা কাযমার যুদ্ধ। এটি দ্বাদশ হিজরীর মহররম মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটি তিনটি নামে পরিচিত। যাতুস্ সালাসিল, কাযমার যুদ্ধ এবং হাফীরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে যাতুস-সালাসিল বা শেকলের যুদ্ধ বলার কারণ হলো, আরবীতে 'সিলসিলা' শেকলকে বলা হয়, যার বহুবচন হল 'সালাসিল'। কারণ ছিল, এ যুদ্ধে ইরানী সৈন্যরা একে অপরের সাথে শেকলাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৮ হাজার; এবং বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)। অন্যদিকে ইরানীদের নেতৃত্বে ছিল বংশমর্যাদা, আভিজাত্য ও সম্পদে ইরানের অধিকাংশ আমিরদের থেকে সম্ভ্রান্ত এখানকার স্থানীয় শাসক হুরমুয। ইরানীদের মাঝে হুরমুযের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল; অবশ্য ইরাকের সীমানায় বসবাসরত আরবরা তাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো; কারণ সে আসেপাশের অন্যান্য শাসকদের অপেক্ষা তাদের উপর বেশি অত্যাচার ও নিপীড়ন করতো। তার প্রতি অমুসলিম আরবদের ঘৃণা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাদের বাগধারায় নিকৃষ্টতম উপমারূপে হুরমুযের নাম ব্যবহৃত হতো। ইয়ামামা থেকে যাত্রা করার পূর্বে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) হুরমুযকে পত্র লেখেন; পত্র পেয়ে সে বিষয়টি পারস্য-সম্রাট

আর্দশীরকে জানিয়ে দেয়। হুরমুয প্রথমে তার সেনাকে একত্রিত করে; অতঃপর একটি দ্রুতগামী বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)'র মোকাবিলায় কাযমা পৌঁছয়। সেখানে গিয়ে জানতে পারে, মুসলমানরা হাফীর অভিমুখে যাচ্ছে। একথা শুনে সে হাফীর গিয়ে হাজির হয় এবং সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করে; সে নিজের দুই ভাই কুবায ও আনুশেজানকে তার ডান এবং বামদিকের বাহিনীর নেতৃত্বে রাখে। ইরানী বাহিনী পরস্পরের সাথে শেকলাবদ্ধ হয় যতে কেউ পালাতে না পারে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) যখন হুরমুযের হাফীরে এসে পৌঁছনোর সংবাদ পান; তিনি (রা.) তাঁর সেন্যবাহিনী নিয়ে কাযমার দিকে ফিরে যান। হুরমুয একথা জনতে পেরে তৎক্ষণাৎ কাযমার দিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে শিবির স্থাপন করে। মুসলমান পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের উপরে আক্রমণ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে যখন লড়াই আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ্ তাআলা একটি বাদল প্রেরণ করেন; যা মুসলমানদের সারির পিছনে বৃষ্টিপাত ঘটায়। যার ফলে তারা শক্তিলাভ করে।

হুরমুয তার রক্ষীবাহিনীকে বলে- সে হযরত খালিদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাবে; যখন তিনি হুরমুযের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তখন তারা যেন পেছন থেকে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। এরপর সে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে হযরত খালিদকে আহ্বান জানায়। তিনি (রা.) অগ্রসর হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসেন। দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং তিনি তাকে পরাস্ত করেন। এমতবস্থায় খালিদ (রা.) যখন হুরমুযকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করেন তখন হুরমুযের রক্ষীবাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে। হযরত খালিদ (রা.) তবুও হুরমুযকে হত্যা করেন। এদিকে হযরত কা'আকা' বিন আমর (রা.) যখন ইরানীদের এরূপ নীতিবিবর্জিত কাণ্ড দেখেন, তখন তিনি তাদের রক্ষীবাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। ইরানীদের পরাজয় ঘটে, তারা পালিয়ে যায়। কুবায ও আনুশেজানও পালিয়ে যায়। যুদ্ধশেষে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসাবে যা কিছু প্রেরণ করা হয়; তার মধ্যে হরমুযের এক লক্ষ দিরহাম অর্থমূল্যের রত্নখচিত টুপি হযরত খালিদ (রা.) কে প্রদান করা হয়।

এরপর দ্বাদশ হিজরীতে উবুল্লার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উবুল্লা থেকে ইরাকে যুদ্ধ শুরু করার বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উবুল্লা পারস্য উপসাগরের একটি প্রান্তীয় অঞ্চল ছিল। ইরাক থেকে যে বণিকশ্রেণী ভারতবর্ষ এবং সিন্ধু প্রদেশে আসত তারা সর্ব প্রথম উবুল্লাতে অবস্থান করত। উবুল্লা-জয় নিয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে, একটি হলো; মুসলমানরা প্রথম উবুল্লা জয় করে হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে, পরবর্তীতে ইরানীরা পুনরায় তা দখল করে নেয় এবং হযরত উমর (রা.)'র যুগে চূড়ান্তরূপে তা বিজিত হয়। যাইহোক উবুল্লা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হল- যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের পর পলায়নরত ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য হযরত খালিদ (রা.) হযরত মুসান্নাকে পাঠান, সেইসাথে হযরত মা'কালকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দিদের একত্রিত করার জন্য উবুল্লা পাঠান এবং মা'কাল উবুল্লা গিয়ে এসব দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী এর বিজয় হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়।

এরপর মাযারের যুদ্ধ। দ্বাদশ হিজরীর সফর মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুরমুয যখন হযরত খালিদ (রা.)'র সাথে যুদ্ধরত, তখন সে পারস্য-সম্রাটকে সাহায্য প্রেরণের জন্য পত্র লিখেছিল। সম্রাট তার সাহায্যার্থে কারেনের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা মাযারে পৌঁছেই হুরমুযের পরাজয়ের এবং তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে যায়। সেইসাথে হুরমুযের বাহিনীর পরাজিত পলাতক সৈন্যরাও মাযারে কারেনের সাথে এসে যুক্ত হয়। সেখানে তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শিবির স্থাপন করে। কুবায ও আনুশেজানকে কারেন অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্বভার প্রদান করে। কারেনের সংবাদ পাওয়া মাত্র হযরত খালিদ দ্রুত মাযার

অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস করেন। উভয় দল প্রবল বিক্রমে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালে হযরত খালিদ (রা.) এবং মা'কাল (রা.) দু'জনই তার সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যান, তবে মা'কাল (রা.) আগে তার কাছে পৌঁছন এবং তাকে হত্যা করেন। ওদিকে হযরত আসেম, আনুশেজানকে এবং হযরত আদী, কুবাযকে হত্যা করেন। এই তিন নেতার নিহত হওয়ায় ইরানীরা হতোদ্যম হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। এই যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক ইরানী সৈন্য নিহত হয়।

দ্বাদশ হিজরীর সফর মাসেই ওয়ালাজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওয়ালাজা, কাসকারের নিকটবর্তী একটি স্থান। ইরাকে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের বড় একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েল-এর নেতৃস্থানীয় লোকদের ইরানী দরবারে ডেকে নিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি করানো হয়, তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় বিখ্যাত বীর আন্দারযাগারকে; এই সৈন্যবাহিনী ওয়ালাজার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। হীরা ও কাসকারের অনেক লোকজন এবং কৃষকরাও এই দলে যোগ দেয়। হযরত খালিদ (রা.) যখন এই বিশাল সেনাদলের সংবাদ পান তখন তিনি তিন দিক থেকে ইরানী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার পরিকল্পনা করেন; যাতে তারা এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওয়ালাজা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের দমনে নিয়োজিত হন। উভয়পক্ষে মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ বাঁধে। তিনি সেনাবাহিনীর উভয় পাশে মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে ওত পেতে থাকেন। পরিশেষে ওত পেতে থাকা সৈন্যরা দুই দিক থেকে শত্রুদের উপর আক্রমণ করলে ইরানী সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) সামনে থেকে এবং ওত পেতে থাকা দল পেছন থেকে এমন অক্রমণ করে যে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে যায়; এমনকি তাদের সহযোদ্ধাদের মৃত্যুর কোন ভ্রুক্ষেপও তারা করে নি। পরিশেষে তাদের সেনাপতি নিহত হয়। কৃষকদের সাথে হযরত খালিদ (রা.) সেই আচরণ করেন যেটা তিনি বরাবর করে এসেছেন; অর্থাৎ তাদের কাউকে তিনি হত্যা করেননি। শুধুমাত্র যোদ্ধাদের সন্তান এবং তাদের সাহায্যকারীদের তিনি বন্দি করেছিলেন। আর সাধারণ নাগরিককে জিযিয়া প্রদানের এবং জিম্মি হয়ে যাওয়ার আহ্বান করলে তারা তা স্বীকার করে নিয়েছিল।

দ্বাদশ হিজরীর সফর মাসেই উলায়েসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রা.) জাগতিক উপকরণগুলিকে যথেষ্ট মনে না করে খোদা তাআলার নিকট হাত তুলে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করো, তবে আমি তাদের একজনকেও জীবন্ত ছেড়ে দেব না। আর এই সমুদ্র আমি রক্তে রঞ্জিত করে দেব। এর পর তিনি রণকৌশলগত কারণে সৈন্যবাহিনীকে ডান এবং বাম উভয় দিক দিয়ে ইরানী সৈন্যদলের উপর আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। এর ফলে ইরানী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তিনি শত্রুদের বন্দি করতে এবং মোকাবেলাকারীদের হত্যা করতে আদেশ দেন।

বন্দিদেরকে হত্যা করে তাদের রক্ত নহর-এ নিক্ষেপ করার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : হুযুর আনোয়ার বলেন; তাবারীর ইতিহাস এবং অধিকাংশ ইতিহাসবিদগণ এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) তাঁর দোয়াতে যে সংকল্প করেছিলেন সে অনুযায়ী এক দিন এবং এক রাত এসব বন্দিদের হত্যা করে নহর-এ নিক্ষেপ করা হয় যাতে তার পানি রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই কারণে নহরটি আজও নহরুদ দাম (রক্তের নহর) নামে বিখ্যাত।.....ইসলামের যুদ্ধগুলি বিশেষকরে মহানবী (সা.)'র যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের যুদ্ধগুলির ঘটনাক্রমে কখনই এমনটা হয়নি যে বন্দিদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। এহ বাহ্য এসব যুদ্ধগুলিতে লক্ষ লক্ষ যারা নিহত হয়; তারা সব যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তাই বলা

যায় এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটা পর্যায় অবধি অতিশয়োক্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। যে কারণে ইসলামের যুদ্ধগুলির উপর এবং হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-র ব্যক্তি সত্ত্বার উপর ঘৃণিত আক্রমণকারীরা সুযোগ পেয়ে যায় অথবা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের অভিযোগ করা হয়। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অবগত। কিন্তু বাহ্যত এটা শুধু অভিযোগই বলে মনে হয়।

আমগেশিয়া বিজয় সম্পর্কে লেখা আছে যে আমগেশিয়া হল ইরাকের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। দ্বাদশ হিজরীর সফর মাসেই খোদা তাআলা বিনাযুদ্ধে আমগেশিয়ার উপর বিজয় দান করেন। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) উলায়েস জয় করে প্রস্তুতি নিয়ে আমগেশিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বেই সেখানার অধিবাসীরা আগেই সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা আমগেশিয়া থেকে এতটা পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভ করেছিল যা যাতুস সালাসল থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও যুদ্ধে লাভ হয়নি।

উলায়েস এবং আমগেশিয়া যুদ্ধের বিজয় সংবাদ হযরত খালিদ (রা.) বনু আযল গোত্রের জান্দাল নামক এক যুবকের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.) -এর কাছে পাঠান। যে একজন সাহসী গাইড বলে পরিচিত ছিল। সে হযরত আবু বকর (রা.) -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে উলায়েসের বিজয় সংবাদ, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের পরিমাণ, বন্দিদের সংখ্যা, খুমসের অধীনে পাওয়া জিনিষ, যারা বিরত্ব প্রদর্শন করেছিল তাদের বিস্তারিত বিবরণ-পরিসংখান; বিশেষ করে হযরত খালিদ (রা.)-র বীরত্বের বর্ণনা খুবই আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরে। তার বর্ণনশৈলী, সাহসিকতা এবং বিজয় সংবাদ শোনানোর নান্দনিকতা হযরত আবু বকর (রা.) খুবই পছন্দ করেন। তিনি (রা.) বন্দিদের মধ্য থেকে তার জন্য একটি দাসী প্রদানের নির্দেশ দেন। এর থেকে তার সন্তানাদি লাভ হয়। একইভাবে সে সময় তিনি (রা.) বলেছিলেন; এখন মহিলারা হযরত খালিদ (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিতে পারবে না।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা- মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
22 July 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in